আজকের কাগজ

তারিখ 30 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিআইটি খুলনার প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

লাগসই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে পারলে আমাদের সমস্যা থাকতো না

খুলনা থেকে শহীদুল ইসলাম ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আমরা বর্তমানে আমাদের মানব সম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। কাজে লাগাতে পারছি না অনেক মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। লাগসই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে পারলে আমাদের এ সমস্যা থাকতো না। থাকতো না এমন সর্বব্যাপী দারিদ্র্য।

বেগম জিয়া গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনা-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান '৯৩-এর প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কাউন্সিল অব বিআইটি-এর সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং কাউন্সিল অব বিআইটি ইনস্টিটিউটস-এর ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ শাহজাহান, বিআইটি খুলনা-এর পরিচালক প্রফেসর এম এ হান্নান এবং বিআইট বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান এম. এ নাসের স্নাতক সনদ অনুমোদন করেন।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান।

সমাবর্তন '৯৩ উপলক্ষে খুলনা বিআইটিকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করা হয়। নতুন পুরাতন ছাত্র/ছাত্রীদের সমাগমে এবং স্নাতকদের গাউন পরিহিত অবস্থায় সারা বিআইটি অঙ্গন উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাবেশ স্থল, বিআইটি ক্যাম্পাসসহ তার আশপাশে পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। ফলে অনুষ্ঠান স্থল এবং ক্যাম্পাসে নির্ধারিত আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়া সাধারণের প্রবেশ ছিলো না। এবারই খুলনায় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরোপ করা হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্নাতকোত্তর মেধা তালিকায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন তাদের মাঝে সোনার পদক প্রদান করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বেলা আড়াইটায় বিআইটি অঙ্গনে প্রবেশ করে একাডেমিক শোভাযাত্রায় অংশ নেন। একাডেমিক শোভাযাত্রা বিআইটি অফিস চত্বর থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান স্থলে এসে পৌঁছায়। এর পরপরই সমাবর্তনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

যদিও অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিলো সকাল ১১টায়। কিন্তু আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় ঢাকা থেকে প্রধানমন্ত্রীর আসতে দেরী হয়। ফলে সে অনুষ্ঠান বেলা আড়াইটায় শুরু হয়।